পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০১৯-২০২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর

উপজেলা পরিষদ

বরিশাল সদর, বরিশাল।

❖ উপদেষ্টা

জনাব জাহিদ ফারুক
মাননীয় সংসদ সদস্য,
১২৩ বরিশাল - ৫

❖ সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব আলহাজ্ব সাইদুর রহমান রিন্টু
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বরিশাল সদর, বরিশাল।

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বরিশাল সদর, বরিশাল।

জনাব রেহানা বেগম
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বরিশাল সদর, বরিশাল।

❖ সহযোগিতায়/টিজিপি কমিটি

মোঃ মাহফুজুর রহমান
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বরিশাল সদর, বরিশাল।

সৈয়দ মাইনুল মাহমুদ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, বরিশাল সদর, বরিশাল।

শারমিন সুলতানা
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, বরিশাল সদর, বরিশাল।

মোঃ বাবুল গাজী
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বরিশাল সদর, বরিশাল।

চৌধুরী মোহাম্মদ শওকত হোসাইন
সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি, বরিশাল সদর, বরিশাল।

❖ সম্পাদনায়

মনিরুজ্জামান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরিশাল সদর, বরিশাল।

❖ কারিগরি সহযোগিতায়

মিলন কুমার রায়
ইউডিএফ, বরিশাল সদর, বরিশাল।
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বরিশাল সদর, বরিশাল।
মোঃ শরিফুল আলম
গোপনীয় সহকারী (সিএ)
উপজেলা পরিষদ, বরিশাল সদর, বরিশাল।

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।

❖ মুদ্রণে

সাইদুর রহমান রিন্টু
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল

মুখবন্ধ

বরিশাল জেলাধীন বরিশাল সদর উপজেলা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং অন্যতম বৃহৎ উপজেলা। ১০ টি ইউনিয়ন ও একটি সিটি কর্পোরেশন নিয়ে এই উপজেলা গঠিত। বরিশাল সদর উন্নয়নের যে বিশাল সম্ভবনা রয়েছে, পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা গেলে উপজেলাটিকে দ্রুত উন্নয়নের শিখরে উপনীত করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন উপজেলা পরিষদের ক্ষমতায়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বাংলাদেশ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করতে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ, শিক্ষিত ও বিজ্ঞান সম্মত নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উপজেলার সমন্বিত পরিকল্পনা, উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ নিয়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এনে জনগণকে সঠিকভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে দৃশ্যমান উন্নয়ন সম্ভব। এ বিষয়কে সামনে রেখে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতার জন্য ইউজিডিপি ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ইউজিডিপি প্রকল্পের বরিশাল সদর উপজেলার ইউডিএফ জনাব মিলন কুমার রায়। বইটি প্রণয়নে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন উপজেলায় কর্মরত সকল বিভাগ, এনজিও, ব্যাংক এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ। বইটি প্রকাশে উপজেলা প্রকৌশলী জনাব সৈয়দ মাইনুল মাহমুদ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মনিরুজ্জামান এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন। সকলকে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বরিশাল সদর উপজেলার সার্বিক তথ্যচিত্র সম্বলিত পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এই প্রত্যাশায়।

সাইদুর রহমান রিন্টু

জাহিদ ফারুক
জাতীয় সংসদ সদস্য
১২৩ বরিশাল - ৫

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। মাঠ পর্যায়ে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই স্তর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্ড়বায়ন এই প্রত্যয় ৩ টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যয় ৩টি যখন একসূত্রে সম্মিলিতভাবে হিসেবে কাজ করে তখন উন্নয়ন হয় টেকসই। মনে রাখতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু যার একপাশে অবস্থান করে জন অংশগ্রহণ এবং অন্য পাশে বাস্তবায়ন। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের প্রত্যাশার সন্তোষজনক সমাপ্তি সম্ভব।

সুষম স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প -এর সহায়তায় বরিশাল জেলার বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুসংগঠিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ জনগণের সেবায় আরও সম্পৃক্ত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করায় আমি জাইকা বাংলাদেশ-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা এই কর্মযজ্ঞে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে এই আমার প্রত্যাশা।

জাহিদ ফারুক

মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
বিভাগীয় কমিশনার
বরিশাল

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান "জাইকা বাংলাদেশ" এর সহযোগিতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইউজিডিপির প্রধান উদ্দেশ্য হল "উপজেলা পরিষদের সার্বিক সমন্বয় সক্ষমতা" উন্নয়নের জন্য কাঠামো প্রতিষ্ঠা। উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা।

এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করা হচ্ছে। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং জনগণ উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদের অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং নারীসহ অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে বলে আমি আশাবাদি। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকলকে আমার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)

এস, এম, অজিয়র রহমান
জেলা প্রশাসক
বরিশাল

বাণী

একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার প্রথম শর্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আর এ উদ্দেশ্যে বরিশাল সদর উপজেলা কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নের ওপর। আর এই তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন করতে হলে গ্রাম, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সুন্দরভাবে করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্ড়বায়নের ওপর কাজের সফলতা নির্ভর করে। তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নই সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন। সে ক্ষেত্রে বরিশাল সদর উপজেলা কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এই মহতী উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং বরিশাল সদর উপজেলার সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(এস, এম, অজিয়র রহমান)

মোঃ শহীদুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
বরিশাল

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকর করতে বর্তমান সরকার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান "জাইকা বাংলাদেশ" এর সহযোগিতায় 'উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পটি' হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করা হচ্ছে।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য 'উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প' এর সহায়তায় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়ন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কাজই সফলতার সাথে সম্পন্ন হয় না। জন অংশগ্রহণে তৈরীকৃত এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি উপজেলাবাসীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ শহীদুল ইসলাম

মনিরুজ্জামান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বরিশাল সদর, বরিশাল

সম্পাদকীয়

সরকারের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যা শুধুমাত্র একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা দ্বারা নিশ্চিত করা সম্ভব। স্থানীয় সরকারের একটি অন্যতম স্তর উপজেলা পরিষদের এখতিয়ারভূক্ত এলাকার উন্নয়নে একটি বাস্তবসম্মত সুষ্ঠু পরিকল্পনার অসীম গুরুত্ব রয়েছে।

একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি উপজেলায় আগামী পাঁচ বছরে কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং অর্থের সংস্থান ও বাস্তবায়ন কিভাবে হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়সীমা দেওয়া হয়; ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাদের স্ব স্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় এবং সঠিক পরীবিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রণীত এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মনিরুজ্জামান

মোঃ মাহবুবুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল

বাণী

জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানে উপজেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে উপজেলা পর্যায়ে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই উপজেলা পরিষদ এর নিজস্ব তহবিল, সরকারি অনুদান, এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে জনগণ কাঙ্খিত সেবা পাবে এবং উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে। কারণ সীমিত সম্পদ এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তিতে অনুঘটকের কাজ করে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতার জন্য ইউজিডিপি, জাইকা ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ইউজিডিপি প্রকল্পের বরিশাল সদর উপজেলার ইউডিএফ জনাব মিলন কুমার রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ যে সব সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন। কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই পরিকল্পনা ও প্রকাশনা আলোর মুখ দেখতো কিনা সন্দেহ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বইয়ে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। যে কোন মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণযোগ্য যা উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা বইকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ মাহবুবুর রহমান

রেহানা বেগম
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল

বাণী

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানসম্মত সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার নিয়ে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ইউজিডিপি, জাইকা ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা আশার কথা। বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

উপজেলার নারী সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ একটি মডেল উপজেলা পরিষদ হবে এ আশা ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনা সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ হাফেজ।

রেহানা **বেগম**

সৈয়দ মাইনুল মাহমুদ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, বরিশাল সদর, বরিশাল

বাণী

সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা উন্নয়নের সুন্দর পথ রচনা করে। উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন, ব্যবহার ও কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ উপজেলা পর্যায়ের সিংহভাগ উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। উক্ত উন্নয়ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান, বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অনুদান ও উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সরকারী অনুদান এবং সম্পদের যৌথ ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত কল্পে উপজেলা পরিষদ, বরিশাল সদর একটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়ন করেছে।

তৃণমূল পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণপূর্বক খাত ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ। এই বিষয় বিবেচনায় রেখেই বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটি কর্মসূচি ওয়ার্ড সভা কর্তৃক প্রণীত এবং উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত, যা পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ফলে উক্ত কর্মসূচিগুলোতে জনগণের মতামত সম্পূর্ণরুপে প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের সুফল যাতে বরিশাল সদর উপজেলার জনগণ পেতে পারে এর সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কারিগরী সহায়তা প্রদান করায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের এরূপ কারিগরি সহায়তার কারণেই এই পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। আমি এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আন্তরিকভাবে কামনা করি।

সৈয়দ মাইনুল মাহমুদ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি	১৩-১৬
২	উপজেলার মানচিত্র	১৭-১৮
৩	জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ - সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	১৯-২০
৪	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	২১-২৫
৫	বাজেটের সার- সংক্ষেপ	২৬
৬	হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৭-৩২
৭	রূপকল্প বিবরণী (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে)	৩৩
৮	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট	৩৩-৩৫
৯	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ	৩৬
১০	পরিকল্পনা ফরম্যাট	৩৭-৪১
১১	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৪২-৪৩
১২	উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পিএসসি এবং টিজিপি কমিটির সদস্যদের তালিকা	৪৪-৪৫

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

ভূমিকাঃ

সাধারণত পরিকল্পনা বলতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্ম পদ্ধতিকে বুঝায়। একটি সচেতন ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বিবিধ সম্পদকে সুবিবেচিত ও সুস্পষ্টভাবে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূল কথা হলো পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর একটি হচ্ছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক নীতি বিশেষত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিনত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি বা দেশ বা সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে না। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী পদ্ধতি অনুসরন করা হয়।

খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ ও সমস্যা সমাধাণের নিমিত্তে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলায় সকল তথ্য সম্বলিত একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেছে যা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ সহায়তা করেছেন। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯, পরিষদ তার এখতিয়ারভূক্ত যে কোন বিষয়ে তার তহবিলের সংঘতি অনুযায়ী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করার বিধান উল্লেখ রয়েছে।

বরিশাল সদর **উপজেলা পরিচিতিঃ**

বরিশাল সদর উপজেলা বরিশাল শহর থেকে ২ কি.মি উত্তরে কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। বরিশাল সদর উপজেলার অবস্থান ২০.৫৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.২১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। উত্তরে বাবুগঞ্জ উপজেলা ও মুলাদি উপজেলা, পূর্বে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা ও হিজলা উপজেলা, দক্ষিণে নলছিটি উপজেলা ও বরিশাল সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে ঝালকাঠি সদর উপজেলা। ১৯৮২ সালে থানা হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

যোগাযোগঃ

যোগাযোগঃ

সড়ক পথেঃ বরিশাল-বাস স্টেশন (রূপাতলী, নথুল্লাবাদ) থেকে রিক্সায় বা অটোতে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে আসা যায় (দূরত্ব ০২ কি.মি) ।

প্রত্যাশাঃ

বরিশাল সদর উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়নকল্পে, বরিশাল সদর উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদে জনসাধরণের অবস্থা ও সারাদেশের জনসাধারণের অবস্থা খাত ভিন্নতর হয়। উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) আপমর জনগনের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চত করনের লক্ষ্যে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে।

গ) পরিকল্পিত সেব ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শষ্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশলঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কতগুলো ধাপ অনুসরন করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জন অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধার রয়েছে। সে লক্ষ্যে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর কারিগরি সহযোগীতায় বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিকে উপজেলা পর্যায়ে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্ড়ান্ড়রিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্ড়ান্ড়রিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর উপজেলা অর্থ ও বাজেট কমিটি প্রকল্প বাছাই কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি এর সহযোগিতায় উলে- খিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বইয়ের গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উলে- খিত ধাপ অনুররন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

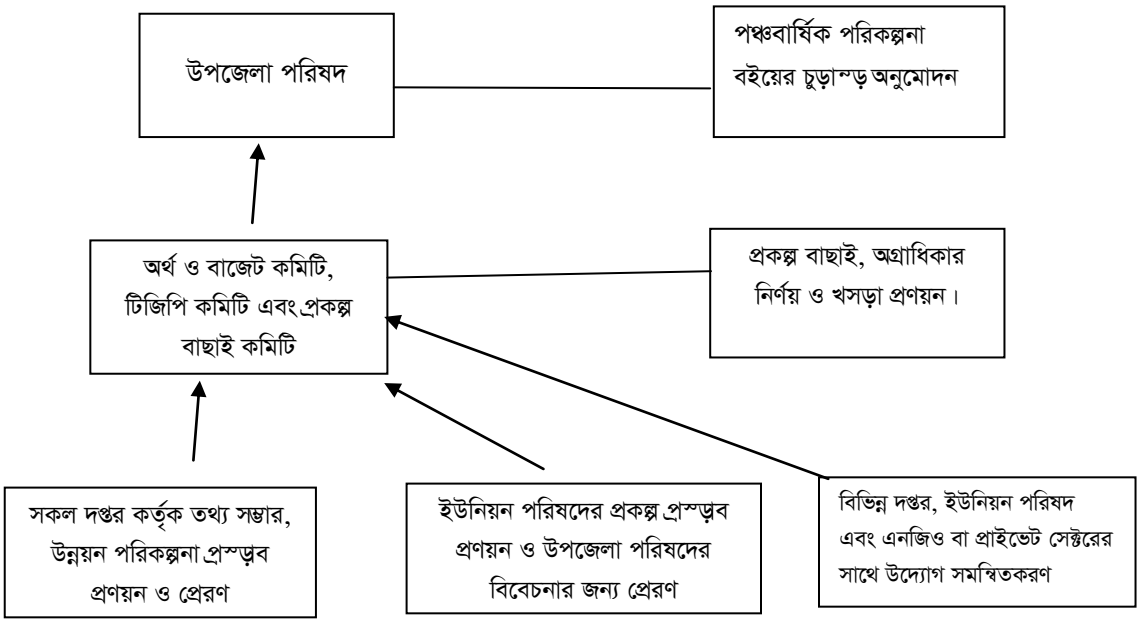

ক) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশি-ষ্ট উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করতে সহায়তা করেছে এবং বাজেট তৈরীতে সহায়তা করেছে।

গ) উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদে সদস্য, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ড় অনুমোদন প্রদান করেন।

পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন কৌশলঃ

ক) ২০২১ সালের মধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

খ) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ

গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।

সীমাবদ্ধতাঃ

বরিশাল সদর উপজেলা পর্যায়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই হিসেবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশি- ষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশে- ষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা অনেক কষ্টকর ছিলো। উপজেলা পর্যায়ে বইটি তৈরী করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট জনসচেতনতার অভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়। সময় স্বাল্পতা একটি অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগনিত হয়।

২. পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশের মতো একটি সুক্ষ্ম কাজের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষনের অভাব কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়েছে।

৩. এ ধরনের পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে গিয়ে নির্দিষ্ট রূপরেখার না থাকায় সকলের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তাই সংশি- ষ্ট সেক্টরের বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়।

৫. চাহিদা ও সম্পদের অসামঞ্জস্যতা থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

৬. সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে সংশি- ষ্ট কমিটিকে বিভিন্ন বিকল্প চিন্ড়া করতে হয়েছে।

৭. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতাও রয়েছে।

উপজেলার মানচিত্র

UPAZILA MAP
UPAZILA BARISHAL SADAR
DISTRICT BARISHAL
UPAZILA MULADI
UPAZILA BABUGANJ
UPAZILA MEHENDIGAN
UPAZILA JHALAKATI SADAR
DISTRICT JHALAKATI
UPAZILA NALCITY
DISTRICT JHALAKATI
UPAZILA BAKARGANJ
UPAZILA BHOLA SADAR
DISTRICT BHOLA
Shayestabad
Kashipur
Char Baria
Char Monai
Roypasha Karapur
BARISHAL SADAR
BARISHAL
Char Kowa
Chandpur
Tungibaria
Jagua
Chandra Mohan
To Bhola sadar
To Jhalakati
Arial Khan River
LOHALIA RIVER
N
SCALE
R.F. 1: 1,00,000
LEGEND
Administrative Boundary
Administrative Headquarters
Physical Infrastructures
Natural Features
Socio-Economic Infrastructures
PREPARED BY : GIS UNIT
LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ - সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বরিশাল সদর উপজেলা ১০ টি ইউনিয়ন এবং ১ টি সিটি কর্পোরেশন নিয়ে গঠিত যার আয়তন ৩২৪.৪ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ৫২৭০১৭ জন।

সদর উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬২৫ জন। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এছাড়া নদী এলাকা হওয়ার ফলে এ উপজেলায় অনেক খেয়াঘাট আছে এবং গত বছরেরর তুলনায় খেয়াঘাটের সংখ্যা ৩ টি বেড়েছে। পাকা রাস্তা এবং ব্রিজ/কালভার্ট এর পরিমাণ গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৩০ কি.মি. এবং ৭৫০ মিটার বেড়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকগুলোর মধ্যে এসডিজি - ১ সূচকে "মাথাপিছু দারিদ্র্য এর হার" ১৯.৫ % যেখানে জাতীয় পর্যায়ে ২০.৫ % রয়েছে। এসডিজি - ৪ (শিক্ষার হারঃ প্রাথমিক সমাপ্ত) সূচকেও আগের বছরের তুলনায় অবস্থার উন্নতি হয়ে ৯৬% এ পৌঁছেছে। এসডিজি - ৬ সূচকে "নলকূপের পানি সরবারাহের আওতাধীন পরিবার" এর সংখ্যা ৬৮% এবং "কলের পানি সরবারাহের আওতাধীন পরিবার" সংখ্যা ৩২% এ উন্নীত হয়েছে। এসডিজি - ৭ সূচকে "বিদ্যুত সরবরাহের আওতাধীন পরিবার" এর সংখ্যা ১০০ % উন্নীত হয়েছে।

বিষয়	বরিশাল সদর পরিমাণ/ সংখ্যা	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন পরিমাণ/ সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রূপরেখা			
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	০২ কিঃমিঃ		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
আয়তন	২৬৩.৫৬ বর্গ কিমি	৬০.৮৪ বর্গ কিমি	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
জনসংখ্যা	১৯৮৭৩৯	৩২৮২৭৮	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২৮ %		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
শিক্ষার হার	৬৯.৩	৬৯.৩	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
খানা/ পরিবার	৪২০৬৫	৭২৭০৯	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৬২৫	৫৩৯৬	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গ্রাম/মহল্লা সংখ্যা	১৪৭	২৩০	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
মৌজার সংখ্যা	১৪২		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
ইউনিয়ন সংখ্যা	১০		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস

	গুরত্বপূর্ণ সরকারি/ গণ অবকাঠামো		
হাট-বাজার	২১	৫১	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইউএনও অফিস
নদ-নদীর সংখ্যা	০৭		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
প্রজনন কেন্দ্র	১		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
হাসপাতাল	১		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
তহশিল অফিস	১০		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা ভূমি অফিস
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	১		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইউএনও অফিস
ডাকঘর	১৯		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	৫৬	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা শিক্ষা অফিস
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৩	৩৯	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	১০	১৪	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
মাদরাসা	২৭	১০	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
মসজিদ	৫৩৯	৩৫১	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইসলামি ফাউন্ডেশন
মন্দির	২২	২৮	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গির্জা	-	০৪	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
যোগাযোগঃ পাকা রাস্তা..... কি.মি. কাঁচা রাস্তা..... কি.মি. ব্রীজ/ কালভার্ট..... টি	 ৩৫২.৪৯ কি.মি. ৫২০.৭৩ কিঃমিঃ ৭৭৫ টি		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা প্রকৌশল অফিস
ধর্মঃ ১। ইসলাম .....% ২। হিন্দু .....%	ধর্মঃ ১। ইসলাম ৯৫.৬৩% ২। হিন্দু ৪.৩৫%	ধর্মঃ ১। ইসলাম ৮৯.৩০% ২। হিন্দু ৯.৭০%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস

৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য..... %	৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য .০২ %	৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ১ %	
গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক তথ্য			
মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার (%) (এসডিজি-১)	১৯.৫%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
কম ওজনের শিশুর হার (%) (এসডিজি-২)	০২%		২০২১ সাল পর্যন্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (এসডিজি- ৩)	০১%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
শিক্ষার হার: প্রাথমিক সমাপ্ত (১৮ বছর বা অধিক বয়সী) (%)(এসডিজি ৪)	৯৬%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস
উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভায় নারী সদস্য সংখ্যা (%) (এসডিজি ৫)	২০%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৩২%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস
নলকূপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৬৮%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস
বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৭)	১০০%		২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস

উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট নির্ধারন করতে গিয়ে উপজেলা পরিষদ দপ্তর প্রধানদের মাধ্যমে উপজেলায় বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি বিশে-ষণ করা হয়। পরিস্থিতি বিশে-ষণে দেখা যে, সকল হস্ড়ান্ড়রিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যামান রয়েছে। সেই সমস্যাগুলো নিরসনে কি কি কার্যক্রম চলমান আছে চলমান ও কি কি পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আর কি ধরনের উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেওয়া যায় তার সুপারিশ করা হয়েছে। কিভাবে বিদ্যামান সমস্যা সমূহ সমাধান করার মাধ্যমে বরিশাল সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনে জনগণের জীবন অধিকতর সহজ করা সম্ভব তার একটি চিত্র দেখা যায়।

বরিশাল সদর উপজেলার পরিস্থিতি বিশে-ষণ করে দেখা যায় যে, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর সমস্যা সবচেয়ে বেশী এবং স্থানীয় জনগণের সবচেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো এর পরে বেশী সমস্যা ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা সবচেয়ে বেশী যথাক্রমে স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ খাতে।

পরিস্থিতি বিশে-ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় পরিস্থিতি বিশে-ষণের সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। উপজেলা পরিষদের সকল অংশীজন (উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় পরিস্থিতি বিশে-ষণে উলে-খিত সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত মাসিক সভায় স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে ও চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে ৬টি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে। যেসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উপজেলা

পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার সমাধানের করতে পারবে তা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের সময় গুর"ত্ব প্রদান করা হয়।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪) এ যোগাযোগ ও ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ খাতগুলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে অনেক গুলো দপ্তর (মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, যুবউন্নয়ন, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, পল-ী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প এবং এলজিইডি) সরাসরি উপকৃত হবে।

খাত	সমস্যা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা				সাম্প্রতিক, চলমান এবং / অথবা পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পরে বিদ্যমান সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা
	সমস্যা	*অবস্থান/ এলাকা*	*পরিমাণ/বিস্তৃতি*	*কারণ*			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুল, কলেজ, উপজেলা সদর, ইউনিয়ন কমপে-ক্স এবং গ্রামীণ বাজারে যেতে পারে না	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন	১. ৫০ সড়কের ১৬০ কিমি রাস্ড়া (৫০ কিমি রাস্ড়া মেরামত ও পুনঃনির্মাণ ও ১১০ কিমি রাস্ড়া নির্মাণ) ২. ১০০ টি ব্রিজ (৪০ সংস্কার ও ৬০ নির্মাণ), ৩. ১৫০ টি লোহার পুল নির্মাণ ৪. ৯০ টি কালভার্ট নির্মাণ ৫. ৬০ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ ৬. ৪০০০ মিটার রাস্ড়া পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ ৭. ৩০ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ	পর্যাপ্ত রাস্ড়া, ব্রিজ, লোহার পুল, ঘাট/ঘাটলা, গাইড ওয়াল, এবং কালভার্ট এর অভাব	এলজিইডি এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪ টি ইউনিয়নের ৩৫ টি সড়কের ১০০ কিমি রাস্ড়া নির্মাণ ও সংস্কার, ৮০ টি ব্রিজ নির্মাণ ও সংস্কার, ১১০ টি লোহার পুল নির্মাণ, ৪০ টি কালভার্ট নির্মাণ, ৩০০০ মিটার রাস্ড়া পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ, ২৫ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ এবং ১৫ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ হবে।	- ১৫ রাস্ড়া / ৬০ কিমি - ৪০ লোহার পুল - ২০ টি ব্রিজ সংস্কার - ৫০ কালভার্ট - ৩৫ টি ঘাট/ঘাটলা - ১০০০ মিটার গাইড ওয়াল - ১৫ টি যাত্রী ছাওনী	- উপজেলা পরিষদ ১৫ টি সড়কের ৬০ কিমি রাস্ড়া নির্মাণ এবং মেরামত করবে। - ৪০ লোহার পুল নির্মাণ করবে। - ২০ টি ব্রিজ সংস্কার করবে। - ৫০ টি কালভার্ট নির্মাণ করবে। - ৩৫ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ করবে। - ১০০০ মিটার রাস্ড়া পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ করবে। - ১৫ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ করবে।
স্বাস্থ্য	জনগণ সঠিকভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপে-ক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা পায় না	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, ৫ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, ২৩ কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত এবং ৭ টি ইউএসসি ও ৪৯ টি সিসিতে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং বিভিন্ন হাসপাতালের ১০ টি ভবন মেরামত করবে।	১. দুর্বল অবকাঠামো ২. আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব ৩. জনবল সংকট ৪. উপজেলা হেলথ কমপে-ক্সে এ্যাম্বুলেন্স ও এক্স-রে মেশিনের সংকট ৫. স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের অভাব।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সে ভবন, ৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপে-ক্স এবং ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামতের কাজ করবে	- ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক - ৪০ জন জনবল সংকট (ইউএসসি এবং ইউএইচসি) - আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম (৪৯টি সিসি এবং ৭টি ইউএসসি) - ১টি এ্যাম্বুলেন্স ও ২ এক্স-রে মেশিন (ইউএইচসি) - বিভিন্ন হাসপাতালের ১০ টি ভবন মেরামত - স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের অভাব।	- উপজেলা পরিষদ ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামতের কাজ করবে - ৪৯টি সিসি এবং ৭টি ইউএসসিতে আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। - ৪০ জন জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়কে চাহিদার তালিকাসহ চিঠি পাঠাবে। - ১টি এ্যাম্বুলেন্স ও ২ এক্স-রে মেশিন সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করবে। - বিভিন্ন হাসপাতালের ১০ টি ভবন মেরামত করবে - স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
জনস্বাস্থ্য	জনগণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে না।	উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন	২৪০০ টি গভীর নলকূপ প্রয়োজন।	পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের অভাব	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০০	- ৪০০ টি গভীর নলকূপ	উপজেলা পরিষদ ৪০০ টি গভীর নলকূপের সমস্যার সমাধান করবে।

					গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ হবে।		
জনস্বাস্থ্য	স্থানীয় জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেনা।	উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন	৫০০ টি টয়লেট এবং ১০০ টি ওয়াশব-ক নির্মাণ এর প্রয়োজন	পর্যাপ্ত ওয়াশব-ক এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেটের অভাব	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ৭০ টি ওয়াশব-ক নির্মাণ করবে।	- ২০০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট - ৩০ টি ওয়াশব-ক	উপজেলা পরিষদ ২০০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ৩০ টি ওয়াশব-ক নির্মাণ করবে।
প্রাথমিক শিক্ষা	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১০ টি ইউনিয়ন	২০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১. ১২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ২-৩ জন করে শিক্ষক সংকট ২. মানসম্মত পাঠদানের অভাব ৩. ১৮০ টি বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ / দূর্বল অবকাঠামো ৪. ৬০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব ৫. দিনমজুর ও মাছধরার কাজে শিশুদের সম্পৃক্ত থাকা। ৬. বিদ্যালয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব। ৭. স্কুলে আসবাবপত্রের অভাব।	১. পিইডিপি - ৪ থেকে প্রতি বছর ১২টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান আছে। ২. পিইডিপি - ৪ থেকে প্রতি বছর ২০ টি বিদ্যালয়ে মেরামতের কাজ চলমান আছে। ৩. স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২৮১ টি বিদ্যালয়ে শিশুদের খাবারের জন্য বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪. উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে সকল শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।	- শিক্ষক সংকট - মানসম্মত পাঠদানের অভাব - ৮০ টি বিদ্যালয়ের দূর্বল অবকাঠামো - দিনমজুর ও মাছধরার কাজে শিশুদের সম্পৃক্ত থাকা। - বিদ্যালয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব। -স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব।	- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০ টি স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ - ৮০ টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, হলর‍ুম নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলর‍ুম নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার) - উপজেলা পরিষদ ৫০ টি বিদ্যালয়ে ১ জন করে প্যারা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। -শিক্ষক নিয়োগের জন্য উপজেলা পরিষদ মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে সুপারিশ করবে - প্রতি বছর ৬০ জন শিক্ষককে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ - বিদ্যালয় আধুনিকীকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো
মাধ্যমিক শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১০ টি ইউনিয়ন	১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	১. ১০০ টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং মদ্রাসা সমূহে শিক্ষা উপকরণ এবং বেঞ্চ ও টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের স্বল্পতা ২. ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের দূর্বল অবকাঠামো। ৩. মানসম্মত পাঠদানের অভাব ৪. ১৪৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নাই। ৫. ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর আগামী ৫ বছরে ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে।	১। ৬০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র এবং ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত সমস্যা। ২। মানসম্মত পাঠদান সমস্যা। ৩। ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সমস্যা । ৪। ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব	১. উপজেলা পরিষদ আগামী ৫ বছরে ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন (সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, হলর‍ুম নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলর‍ুম নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার) করবে এবং ৬০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২. শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ৩. ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে ৪. ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করবে

মৎস্য	মৎস্য উৎপাদন যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।	১০ টি ইউনিয়ন	৫০০০ মৎস্যজীবী	- মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্ড়বায়ন না হওয়ার কারণে - মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের দূর্বল অবকাঠামো - মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	৫০০০ মৎস্যজীবী	উপজেলা পরিষদ প্রতি বছর মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথ বাস্ড়বায়নে এবং মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এডিপি থেকে প্রতি বছর ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে। এছাড়া মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়া মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম এর বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে চিঠি দিতে পারে।
কৃষি	উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।	১০ টি ইউনিয়ন	৬৪০০০ হাজার কৃষকের মধ্যে ৭০% কৃষক।	১. কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা ২. পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব ৩. কাঁচা সেচ নালা ৪. পর্যাপ্ত হালট ড্রেজিং এর অভাব। ৫. পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব ৬. দূর্বল বেড়িবাঁধ ব্যবস্থা। ৭. কৃষকদের কৃষি বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব ৮. পর্যাপ্ত ইউড্রেন এর অভাব	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজ চলমান আছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৭০% (আধুনিক যন্ত্রপাতিও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) থেকে কমিয়ে ৩০% করা হবে।	- ৩০% কৃষক (আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) - পর্যাপ্ত হালট ড্রেজিং এর অভাব। - পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব - দূর্বল বেড়িবাঁধ ব্যবস্থা। - পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব - পর্যাপ্ত ইউড্রেন এর অভাব	- উপজেলা পরিষদ বাকি ৩০% কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। - খাল ও হালট ড্রেজিং এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে। - আধুনিক সেচনালা ব্যবহার নিশ্চিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। - বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ। - কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। - ইউড্রেন নির্মাণ করবে।
পরিবার পরিকল্পনা	স্থানীয় জনগণ যথাযথভাবে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ড় সেবা পাচ্ছনা।	ঊরিশাল সদর উপজেলা	- দুই ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল অবকাঠামো ও আসবাবপত্র সংকট - প্রশিক্ষণের অভাব।	১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল অবকাঠামো ২. আসবাবপত্র সংকট ৩. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে দুইটি কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে।	- আসবাবপত্র সংকট -প্রশিক্ষণের অভাব	- উপজেলা পরিষদ উক্ত দুইটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। - পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
সমাজসেবা	সুবিধাভোগীদের যথাযথভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।	১০ টি ইউনিয়ন	১. ৯ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না। ২. ৬ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ৩. দুইটি ফার্নিচার প্রয়োজন	১. দক্ষ জনবলের অভাব ও জনবল সংকট ২. সমাজসেবা অফিসের নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফার্নিচারের স্বল্পতা।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১. ৯ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না। ২. ৬ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ৩. দুইটি ফার্নিচার প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ সমাজসেবা অফিসে দুইটি ফার্নিচার সরবরাহ করবে। উপজেলা পরিষদ সমাজসেবা অফিসের জনবল সংকট দূরীকরণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর এর কাছে চিঠি দিবে। কর্মরত মাঠ কর্মী এবং অফিস কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
পল-ী উন্নয়ন	পল-ী উন্নয়ন অফিস থেকে	১০ টি ইউনিয়ন	১. ৮ জন নতুন মাঠ কর্মীর	১. পল-ী উন্নয়ন অফিসে জনবল সংকট।	নিয়োগ প্রক্রিয়া শুর" হয়েছে এবং আগামী ৫	- একটি পল-ী উন্নয়ন ভবন	উপজেলা পরিষদ বাকেরগঞ্জ উপজেলায় পল-ী উন্নয়ন

	স্থানীয় জনগনকে সঠিকভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেনা।		প্রয়োজন। ২. উপজেলায় একটি পল-ী উন্নয়ন ভবন প্রয়োজন। ৩. মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	২. উপজেলায় পল-ী উন্নয়নের নিজস্ব ভবন নেই। ৩. দক্ষ মাঠ কর্মীর অভাব।	বছরের মধ্যে জনবল সংকটের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।	- দক্ষ মাঠ কর্মীর অভাব।	ভবন এর জন্য মন্ত্রণালয় কে চিঠি দিতে পারে। এছাড়া উপজেলা পরিষদ পল-ী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
প্রানিসম্পদ	খামারিরা তাদের গবাদি পশু-পাখিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা পায় না।	১০ টি ইউনিয়ন	৮০০ জন খামারি	১. উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন (৩টি মটর সাইকেল) ২. পর্যাপ্ত অফিস কম্পিউটার নাই (একটি ল্যাপটপ) ৩. খামারিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৪. গবাদি পশুর ঔষধের দাম অনেক।	১. প্রানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২. ইউটুসি প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গবাদি পশুর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করা হবে।	১. উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন (৩টি মটরা সাইকেল) ২. পর্যাপ্ত অফিস কম্পিউটার নাই (একটি ল্যাপটপ) ৩. খামারিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	উপজেলা পরিষদ প্রানিসম্পদ অফিসকে মটরসাইকেল এবং ল্যাপটপ প্রদান করতে পারে অথবা প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরে সুপারিশ করতে পারে। এছাড়া উপজেলা পরিষদ প্রানিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
সমবায়	স্থানীয় সমবায় সমিতির সদস্যরা সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছেনা।	উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন	উপজেলার ২০০ সমবায় সমিতির ৪ হাজার সমবায়ী	১. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এর কার্যালয়ে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব। ২. সমবায়ীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহুর্তে চলমান নেই।	উপজেলার ২০০ সমবায় সমিতির ৪ হাজার সমবায়ী	প্রকল্পভিত্তিক জনবল নিয়োগের জন্য উপজেলা পরিষদ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করতে পারে। কমপক্ষে ১০ জন জনবল এর প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদ এডিপির মাধ্যমে সমবায়ীদের জন্য ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
যুব উন্নয়ন	বাকেরগঞ্জ উপজেলার যুবকরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ করার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।	১০ টি ইউনিয়ন	শত শত প্রশিক্ষণার্থী যুবক	১. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ২. প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা না থাকার কারণে।	উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন সেন্টার (নতুন বিল্ডিং) নির্মাণ করা হবে। তখন অনেক অনেক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম থাকবে এবং সেই সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতাও থাকবে।	৫ বছর পর আর কোন সমস্যা থাকবেনা।	উপজেলা পরিষদ প্রতি অর্থ-বছরে ২৫ জন স্থানীয় যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনের নারী সদস্যরা নিজেদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির করতে পারছেনা	১০ টি ইউনিয়ন	৩০০০ নারী সদস্য	পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণের অভাব	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২৫০০ জন নারী সদস্যদের হাঁস-মুরগী পালন,মাছ চাষ, হালকা কৃষি, দর্জি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	৫০০ জন নারী সদস্য	উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন নারী সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের (আত্মকর্মসংস্থান) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। এছাড়া গরীব ও দুস্ড় মহিলাদের (দর্জির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করতে পারে।
বন ও পরিবেশ	খেজুর গাছ ও তাল গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।	১০ টি ইউনিয়ন	১০ বছর আগের চেয়ে বর্তমানে তাল গাছ ও খেজুর গাছ ৫০% কমে গেছে। ২ লক্ষ তাল গাছ ও ৪ লক্ষ খেজুর গাছ প্রয়োজন	১. খেজুর গাছ ও তাল গাছ সংরক্ষণ এর অভাবে ২. স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাবে।	১. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সার্কেল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আগামী পাঁচ বছরে ১ লক্ষ ৫০	৫০ হাজার তাল বীজ এবং ১ লক্ষ খেজুর বীজ ।	উপজেলা পরিষদ লক্ষ্যমাত্রার বাকি ৫০ হাজার তাল বীজ এবং ১ লক্ষ খেজুর বীজ রোপন করবে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন করবে।

					হাজার তাল বীজ এবং ৩ লক্ষ খেজুর বীজ রোপন করবে।		
আইন শৃংখলা (আনসার ও ভিডিপি)	স্থানীয় জনগণকে যথাযথভাবে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারছেনা।	১০ টি ইউনিয়ন া	১. প্রতি ইউনিয়নে ১০ জন করে আনসার ও গ্রাম পুলিশ সংকট ২. অফিসে জনবল সংকট ১ জন।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম পুলিশ এর জনবল সংকট ২। অফিসে জনবল সংকট	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১. প্রতি ইউনিয়নে ১০ জন করে আনসার ও গ্রাম পুলিশ সংকট ২. অফিসে জনবল সংকট ১ জন।	উপজেলা পরিষদ চাহিদা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিতে পারে।

পাঁচ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

বরিশাল সদর উপজেলার আগামী পাঁচ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের আগামী পাঁচ বছরের জন্য উন্নয়ন তহবিলের সর্বমোট সম্ভাব্য আয় হবে ১৮ কোটি ৫৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা যেখানে রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে আয় হবে ৬ কোটি ৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, এডিপি (সরকারী অনুদান) থেকে প্রাপ্ত আয় হবে ১০ কোটি টাকা এবং ইউজিডিপি থেকে সম্ভাব্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এই তিনটি উৎসের বরাদ্দের উপর উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন আছে। উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিমাণ বরাদ্দের ভিত্তিতে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এছাড়া আরও বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম হবে যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আগামী পাঁচ বছরে উপজেলার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ প্রাক্কলিত ৪৫৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া পৌরসভা এবং ইউনিয়নের (এলজিএসপি-৩ থেকে প্রাপ্ত) উন্নয়ন বরাদ্দ যথাক্রমে প্রাক্কলিত ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৬ কোটি টাকা। জেলা পরিষদ বরিশাল সদর উপজেলার জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রেখেছে এবং এমপির উন্নয়ন বরাদ্দ প্রাক্কলিত ২০ কোটি টাকা এবং এনজিওর উন্নয়ন বরাদ্দ প্রাক্কলিত ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (অর্থবছর ২০১৯-২০)	৫ বছরের বাজেট (লক্ষ টাকা) (বার্ষিক বরাদ্দ * ৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	২০০	১০০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি (ইউজিডিপি)	৫০	২৫০
৩	স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১২০.৮৩৪	৬০৪.১৮
৪	উপজেলার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বরাদ্দ	৯০৬১	৪৫৩০৫
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	৭৫০	৩৭৫০
৬	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	২৫০	১২৫০
৭	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	৩২০	১৬০০

	(এলজিএসপি ৩)		
৮	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৪০০	২০০০
৯	এনজিও	৪৫০	২২৫০

হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি

বরিশাল সদর উপজেলায় হস্ড়ান্ড়রিত বিভাগ কর্তৃক বাস্ড়বায়িত অনেক গুলো প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (১৫ টি), শিক্ষা (১৮ টি), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (০৬ টি), কৃষি ও সেচ (০৭ টি), মৎস্য (০২ টি), প্রানিসম্পদ (০৩ টি), জনস্বাস্থ্য (০৬ টি), মহিলা বিষয়ক (০২ টি), যুব উন্নয়ন (০১ টি), পল-ী উন্নয়ন (০৩ টি), সমবায় (০১ টি), বন ও পরিবেশ (০১ টি), পিআইও বা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (০২ টি) এই সকল বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচি বাকেরগঞ্জ উপজেলায় এই মুহুর্তে চলমান আছে।

এই সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি থেকে প্রতি বছর গড়ে ৯০ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং আগামী পাঁচ বছরে প্রাক্কলিত ৪৫৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্ড়বায়ন হবে বাকেরগঞ্জ উপজেলায়। তবে সমাজসেবা দপ্তরের কোন উন্নয়ন প্রকল্প এই মুহুর্তে বরিশাল সদর উপজেলায় চলমান নেই।

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - ২ (আইআরআইডিপি -২)	যোগাযোগ	পল-ী এলাকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ড় ২,২০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
সার্বজনিন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জিএসআইডিপি)	যোগাযোগ	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮- ১৯ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ড় ২০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
পল-ী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি (জিওবি মেইন্টেন্যান্স)	যোগাযোগ	পল-ী এলাকার পাকা রাস্ড়া, ব্রিজ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণএর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত করা।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০১৯ সাল ১,৫০,০০,০০০ -/
গ্রাম সড়ক পুর্নবাসন প্রকল্প (ভিআরআরপি)	যোগাযোগ	গ্রামের সড়ক পুর্নবাসনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিকতর সহজ ও উন্নত করা।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮- ১৯ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ড় ৭০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং র"রাল ব্রিজেস (সুপারবি)	যোগাযোগ	গ্রামীণ ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও উন্নত করা।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ড়
বন্যা ও দুর্যোগ ক্ষতিগ্রাস্ড় পল-ী সড়ক অবকাঠামো পুর্নবাসন প্রকল্প (এফডিআর)	যোগাযোগ	বন্যা ও দুর্যোগ ক্ষতিগ্রাস্ড় পল-ী সড়ক অবকাঠামো পুর্নবাসন বা পুনঃ নির্মাণ/ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮- ১৯ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ড় ৫,২০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
বরিশাল বিভাগ পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বিডিআরআইডিপি)	যোগাযোগ	পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে পল-ী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ড় ১৩,৯৯,৬১,০০০ -/

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
কোস্টাল ক্লাইমেট রেলিজিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিসিআরআইপি)	যোগাযোগ	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানোর জন্য উপকুলীয় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ড় ১০,৭১,৭৪,০০০ -/
গুর"ত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর (বিজেপি)	যোগাযোগ	অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। রাস্ড়াঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ।	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ড় ৬,১০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
দেশের দক্ষিনাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ/ পুর্নবাসন প্রকল্প (আইবিআরপি)	যোগাযোগ	দেশের দক্ষিনাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ/ পুর্নবাসন এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	বরিশাল সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ড়
বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি)	অবকাঠামো	দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ড় ৩২,১০,৯০,০০০ -/ (২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর)
মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (সিএইচএমএমপি)	অবকাঠামো	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ এর মাধ্যমে জনগনকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ড় ২০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন প্রকল্প	অবকাঠামো	পুকুর খাল উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষিতে সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ড়
দেশব্যাপি গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (প্রতি উপজেলায় একটি করে)	অবকাঠামো	াপি গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ড়
ইউনিয়ন পরিষদ কমপে-ক্স নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	অবকাঠামো	ইউনিয়ন পরিষদ কমপে-ক্স নির্মাণ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মান ও সেবার মান উন্নয়ন	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ড় ২,১৭,৩০,০০০ -/
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় ও ৩য় পর্যায়) (ক) বিনা মূল্যে লেট্রিন সেট বিতরন, (খ) পাবলিক টয়লেট নির্মান, (গ) কমিউনিটি লেট্রিন নির্মান	জনস্বাস্থ্য	স্যানিটেশন কার্যক্রম শুরু থেকে অদ্য পর্যন্ড় ৯০% জনসাধারন স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬- ২০১৯ পর্যন্ড় ৬০০ টি ল্যাট্রিন সেট
পল্-ী পানি সরবরাহের প্রকল্পের অধীন (ক) ৬ নং গভীর নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য	প্রকল্প এলাকার ২৫২ টি পরিবার নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-২০১৯ পর্যন্ড় ২৫২ টি নলকূপ স্থাপন
অগ্রাধিকার মূলক পল্-ী পানি সরবরাহ প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন প্রকার পানির উৎস স্থাপন (ক) গভীর নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য	প্রকল্প এলাকার ১০৭৪ টি পরিবার নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০১৯ সাল ৩৫৬ টি নলকূপ স্থাপন
(ক) চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পে (১ম পর্যায়) অধীন ওয়াশ বে-াক নির্মান (খ) চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয় করনকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের অধীন ওয়াশ বে-াক নির্মান	জনস্বাস্থ্য	বর্ণিত প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১৭ টি স্কুলের প্রায় ৫,৫০০ শিক্ষার্থী উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ড়
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের (৩য় পর্ব) অধীন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে লেট্রিন সেট বিতরন	জনস্বাস্থ্য	২৭০ টি হত দরিদ্র পরিবার সরাসরি স্যানিটেশন সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ড় ২৭০ টি লেট্রিন সেট
পানি সংরক্ষন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের	জনস্বাস্থ্য	এলাকায় ১০০ টি পরিবার আপদকালীন সময়ে	চাদপুরা ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন /সংস্কার প্রকল্প		নিরাপদ পানি ব্যবহারে নিশ্চিত হবে।		পর্যন্ড় ২ টি পুকুর পুনঃখনন
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ড় ৪০,০০,০০০ -/
সাসটেইনেবল কোস্টাল এবং ম্যারিন ফিশারিজ প্রকল্প	মৎস্য	উপকূলিয় ও সামদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং তাদের জীবিকার উৎকর্ষ সাধন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি। জেলেদের এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ড়
ইউটুসি (U2C) প্রজেক্ট	প্রানিসম্পদ	উপজেলা থেকে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও তার সমাধান।	উপজেলার সকল ইউনিয়নে সকল গ্রাম	২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ড়
প্রানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (Livestock development project)	প্রানিসম্পদ	ট্রেনিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ সকল ধরণের সহায়তার মাধ্যমে প্রানিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ড়
কৃত্রিম গর্ভধারণ ভ্রূণ স্থানান্ড়র প্রকল্প (artificial insemination embryo transfer project)	প্রানিসম্পদ	সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃত্রিম গর্ভধারণ ভ্রূণ স্থানান্ড়র এর কাজ অধিকতর সহজ ও জনপ্রিয় করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮ - ২০২০ সাল পর্যন্ড় ২,৩৪,৬০০ -/
কমিউনিটি বেসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)	স্বাস্থ্য	গ্রাম পর্যায়ে বা প্রত্যন্ড় এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়া। প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকবে যেখানে তারা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পায় এই উদ্দেশ্য এই প্রকল্প নেওয়া।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০০৯ - ২০২১ সাল পর্যন্ড়
হেলথ পপুলেশন নিউট্রিশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ)	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	চাঁদপুরা ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ড় ৩,৬৪,০০,০০০ -/
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	জাগুয়া ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ সাল ১,৪৩,০০,০০০ -/
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স এর মেরামত কাজ	স্বাস্থ্য	বাকেরগঞ্জ উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল ২৫,০০,০০০ -/
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এর মেরামত কাজ	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	চর কাউয়া ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ সাল ৯,৫০,০০০ -/
র্ন্টিন এন্ড পিরিওডিক্যাল মেইন্টেন্যন্স এর কাজ	স্বাস্থ্য	বাকেরগঞ্জ উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ ২,৫০,০০,০০০ -/
রাজস্ব বাজেটভুক্ত সেচ অবকাঠামো মেরামত (আইডবি- উআরএম)	কৃষি	সেচ অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ড় ১,২০,০০,০০০ -/ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)
বাংলাদেশে দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প (এএসএসএসআরবিপি)	কৃষি	ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নয়ন এর মাধ্যমে চাষীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ড় ২,৩৯,৯৯,০০০ -/

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কৃষি	আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ড় ৫০,০০০ -/
বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, মাদারিপুর, শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	কৃষি	বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্র ব্যবহার এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে উক্ত জেলার কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮ -১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ড় ৩০,০০,০০০ -/
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, মসলা বীজ সংরক্ষণ, বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	কৃষি	কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের ডাল, তেল, মসলা বীজ সংরক্ষণ এবং বিতরণ এর মাধ্যমে কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮ -১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ড় ৪৫,০০,০০০ -/
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে প্রদর্শনী স্থাপন	কৃষি	বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ড় ৩৬,০০,০০০-/
কৃষি আবহাওয়া উন্নতিকরন প্রকল্প	কৃষি	কৃষি আবহাওয়া উন্নতিকরনের মাধ্যমে কৃষিতে উন্নতীকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ -১৮ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ড় ৩৬,০০০ -/
নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (এনবিআইডিজিপিএস)	শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভবন নির্মানের ফলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৭ -১৮ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ড় ৭,১০,৫০,০০০ -/ (২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর)
নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব নিউলি ন্যাশনালাইজড গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল(এনবিআইডিএনএনজিপিএস)	শিক্ষা	নতুন জাতীয়করণ করা হয়েছে এমন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভবন নির্মানের ফলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৭ -১৮ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ড় ৫,৬৩,৬৭,০০০ -/ (২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর)
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিত করণ প্রকল্প	শিক্ষা	শিশুদের আনন্দঘন পরিবেশে উপকরণের মাধ্যমে পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষে বর্ণ, বানী, খেলনা ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিত করন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ অর্থ বছর ২৮,০০,০০০ -/
স্লি-পের মাধ্যমে বিদ্যালয় সজ্জিত করণ প্রকল্প	শিক্ষা	স্লি-পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম উন্নয়ন করা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্ড়বায়ন করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ অর্থ বছর ১,৪০,০০,০০০ -/
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ড়
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ	শিক্ষা	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় কলেজ সমূহের উন্নয়ন	শিক্ষা	তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় কলেজ সমূহের উন্নয়ন ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা তথ্য ও প্রযুক্তি সাথে পরিচিত হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ড়
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ড়
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
বরিশাল জেলার বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া বিদ্যালয়ের এর ৫ তলা ভিতসহ ৫তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া বিদ্যালয়ের ৫ তলা ভিতসহ ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার কার্যক্রম যথাযত ভাবে পরিচালিত হবে ও শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও বে-সরকারি রাজস্ব	শিক্ষা	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার কার্যক্রম যথাযত ভাবে পরিচালিত হবে ও শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত প্রকল্প	শিক্ষা	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মেরামত এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত প্রকল্প	শিক্ষা	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মেরামত এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল
রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ	শিক্ষা	আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	৫ বছর
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে বেকার যুবকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	যুব উন্নয়ন	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল ১,৫০,০০০ -/
সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	পল-ী উন্নয়ন	সুফলভোগীরা প্রশিক্ষনের সুযোগ গ্রহন করে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ অর্থ বছর
আমার বাড়ি আমার খামার	পল-ী উন্নয়ন	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের জন্য অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু গ্রামীণ পরিবারের ৮০% এর বেশি হচ্ছে ক্ষুদ্র খামার ভিত্তির পরিবার, দারিদ্র	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ড় ৫ বছর

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		বিমোচনের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পৃক্ত করে টেকসই ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উন্নয়ন। এখন পর্যন্ড় অনেক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম কারণ তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস নেই; এই ধরণের মানুষদের আওতাভূক্ত করা একটি লক্ষ্য ছিল, প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ মিলিয়ন পরিবার।		
অংশীদারিত্বমূলক পল-ী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি ৩)	পল-ী উন্নয়ন	"প্রকল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্ড়বায়ন এবং সম্প্রসারন ঘটানো"। গ্রামীণ জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সেবাসমূহ প্রাপ্তি নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে লিংক মডেলের মাধ্যমে স্থানীয় সকল সুবিধাভোগিদের (গ্রামবাসী, ইউপি, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ) মধ্যে উলম্ব ও সমান্ড়রাল সংযোগ স্থাপনপূর্বক লিংক মডেলকে টেকসই পল-ী উন্নয়নের মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমন্বিত পল-ী উন্নয়ন প্রচেষ্টালে অব্যাহত রাখা। লিংক মডেল এমন একটা কাঠামো যা গ্রামীণ জনগণের চাহিদা পূরণ এবং পল-ী উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে দেয়।	রায়পাশা কড়াপুর, কাশিপুর, চরবাড়িয়া এবং সায়েস্তাবাদ ইউনিয়ন	২০১৫ - ২০২০ সাল পর্যন্ড় ১,৫০,০০,০০০ -/
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল ১,০০,০০০ -/
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (আইজিএ)	মহিলা বিষয়ক	আইজিএ প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকার শিক্ষিত বেকার মহিলাদের ব-ক-বাটিক ও বিউটিফিকেশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ড় ৪৭,২০,০০০ -/
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান	মহিলা বিষয়ক	সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮-১৯ সাল ১০,০০,০০০ -/
সুফল প্রকল্প	বন ও পরিবেশ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে বনায়ন। বাকেরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৭৮৫ টি চারা রোপন	বরিশাল সদর উপজেলা	২০১৮ -১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ড় ২,০০,০০০ -/
টিআর (১ম ও ২য় পর্যায়) **(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়)**	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১৫০০ জন নারী ও পুর"ষের কর্মসংস্থান করছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ সাল ৬৮,০০,০০০ -/
কাবিটা/কাবিখা (১ম ও ২য় পর্যায়) **(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়)**	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২২০০ জন নারী ও পুর"ষের কর্মসংস্থান করছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ সাল ১,০৭,০১,০০০ -/
৪০ দিনের কর্মসূচি/ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী **(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়)**	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৮৭৭৪ জন নারী ও পুর"ষের কর্মসংস্থান করছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ সাল ৭,০১,৯২,০০০ -/

রূপকল্প বিবরণী

রূপকল্প

বরিশাল সদর উপজেলার জনগণের জন্য উন্নত যোগাযোগ, কৃষিতে আধুনিকায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বরিশাল সদর বিনির্মাণ।

আদর্শ অবস্থা

১। স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
২। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
৩। শিক্ষার মানোন্নয়ন।
৪। কৃষি ও মৎস্যের উন্নয়ন।
৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়ন।
৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য ও ফলাফল

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৬ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় হয়েছে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে। এই ৬ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৫ টি লক্ষ্য ৮ টি খাতে কাজ করবে। খাতগুলো হলো যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য (স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা), কৃষি, মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ। বাকি লক্ষ্য হল মানবসম্পদ উন্নয়ন যা অনেকগুলো খাতে কাজ করবে।

লক্ষ্য - ১ (যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ রাস্ড়া নির্মাণ ও মেরামত, পাইলিং/গাইড ওয়াল নির্মাণ, কালভার্ট, লোহার পুল, ঘাট/ঘাটলা, যাত্রী ছাওনী নির্মাণ এবং ব্রিজ সংস্কার করবে।

উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য - ২ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ওয়াশব-ক নির্মাণ, হাসপাতাল ভবন ও কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। এছাড়া জনবল নিয়োগ এবং অ্যাম্বুলেন্স ও এক্সরে মেশিনের জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করবে।

লক্ষ্য - ৩ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বিদ্যালয়সমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলর"ম নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক নিয়োগ ও আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা, শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে।

লক্ষ্য - ৪ (কৃষি ও মৎস্য) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ইউড্রেন নির্মাণ, হালট ও খাল পুনঃখননের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ, বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মৎস বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

লক্ষ্য - ৫ (বন ও পরিবেশ) অর্জনের জন্য চারা গাছ ও বীজ রোপন এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করবে।

লক্ষ্য - ৬ (মানবসম্পদ উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বেকার সমস্যা দূরীকরণে যুবউন্নয়নে আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, যুবউন্নয়ন, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সেলাই, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, উপজেলা পরিষদ, এলজিইডি, পল-ী উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন সরবরাহ করবে।

নং	লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১. ১৫ টি সড়কের ৬০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও মেরামত ২. ৫০০ মিটার রাস্ড্র পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ ৩. ৫০ টি কালভার্ট নির্মাণ ৪. ৩০ টি লোহার পুল নির্মাণ ৫. ৩৫ টি ঘাট/ ঘাটলা নির্মাণ ৬. ১৫ টি ব্রিজ সংস্কার ৭. ১০ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ	১. ৬০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এর কাজ সম্পন্ন হবে। ২. ৫০০ মিটার রাস্ড্র পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৩. ৫০ টি কালভার্ট নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৪. ৩০ টি লোহার পুল নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৫. ৩৫ টি ঘাট/ ঘাটলা নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৬. ১৫ টি ব্রিজ সংস্কার এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৭. ১০ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। উলি-খিত কাজগুলোর নির্মাণ এবং সংস্কার কাজ সম্পন্ন হলে বাকেরগঞ্জ উপজেলার ৩ লক্ষ স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ হবে।
২	স্থানীয় জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা।	জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য	৩০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন।	৩০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন এর কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে, সকল ইউনিয়নের ৬০ হাজার জন স্থানীয় মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করার সুযোগ পাবে।
			৮০টি টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ	৮০টি টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে, সকল ইউনিয়নের ২৪ হাজার স্থানীয় মানুষ টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।
			১০ টি ওয়াশব-ক নির্মাণ	১০ টি ওয়াশব-ক নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে, ১০ টি ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় মানুষ ওয়াশব-ক ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।
			১. উপজেলা পরিষদ ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত। ২. ৩০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং দুইটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ। ৩. বিভিন্ন হাসপাতালের ৫ টি ভবন মেরামত ৪. জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়কে চাহিদার তালিকাসহ সুপারিশ। ৫. ১ টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ২ টি এক্সরে মেশিন সরবরাহের	বহির্বিভাগের রোগীর সংখ্যা মাসে ৩ লাখ ১০ হাজার থেকে ৩ লাখ ৮০ হাজার পর্যন্ড় বৃদ্ধি পাবে।

			জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ। ৬. স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	
৩	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	শিক্ষা	১. ২০ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ২. ৩৭ টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলর"ম নির্মাণ ৩. ২৪ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৪. ৬০ টি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা ৫. ১০০ টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও ১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ৬. শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ৭. ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হার ৬০% থেকে ৮৫ % এ উন্নিত হবে।
৪	কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি নির্ভর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	কৃষি ও মৎস্য	১. ১৩৫০০ কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ সরবরাহ। ২. হালট ও খাল পুনঃখননের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ। ৩. বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ৪. ইউড্রেন নির্মাণ। ৫. কৃষির বিভিন্ন বিষয়ের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি পাবে।
			১. মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ ২. মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৩. মৎস্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ	মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ এর ফলে মৎস্য উৎপাদন ১০% বৃদ্ধি পাবে।
৫	জলবায়ু পরিবর্তনের বির"প প্রভাবের মোকাবেলার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন।	বন ও পরিবেশ	১) প্রতি বছর ২ লাখ চারা গাছ ও বীজ রোপন ২) জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন	১) পাঁচ বছরে ১০ লাখ চারা গাছ ও বীজ রোপণ সম্পন্ন হবে। ২) উপজেলার জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
৬	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১. বেকার সমস্যা দূরীকরণে যুবউন্নয়নে আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা। ২. মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, যুবউন্নয়ন, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সেলাই, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, উপজেলা পরিষদ, এলজিইডি, পল-ী উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা ৩. ৪০ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ	১. ২৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ২. ৪০ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ এর ফলে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকপ্রাপ্ত খাতসমূহ

উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৬ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। লক্ষ্যগুলো হল যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, বন ও পরিবেশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে গুর"ত্ব দিয়েছে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো এবং জনস্বাস্থ্য খাতকে কারণ স্থানীয় জনগণের সবচেয়ে বেশী চাহিদা এই দুইটি খাতে। তারপর যথাক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বন ও পরিবেশ। এখানে নিম্মুক্ত টেবিলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরেই অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রাপ্ত সবগুলো খাতেই উন্নয়ন বরাদ্দ রেখেছে শুধুমাত্র বন ও পরিবেশ ছাড়া। উপজেলা পরিষদ ২য় বছর থেকে বন ও পরিবেশের জন্য বরাদ্দ রেখেছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকপ্রাপ্ত খাতসমূহ	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো					
শিক্ষা					
স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য					
কৃষি ও মৎস্য					
বন ও পরিবেশ					
মানবসম্পদ উন্নয়ন					

পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার ফরম্যাট

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪

উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য উপজেলা পরিষদ তার বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রস্ড়াবনা সংগ্রহ করেছে। কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্ড়াবনা সংগ্রহের শেষে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প বাছাই কমিটির মাধ্যমে কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রস্ড়াবনা চূড়ান্ড় করে। কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্ড়াবনা চূড়ান্ড় করা হয় স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪৩ টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোতে ৯ টি, শিক্ষাতে ১৩ টি, জনস্বাস্থ্যতে ৩ টি, স্বাস্থ্যতে ৭ টি, কৃষিতে ৫ টি, মৎস্যতে ২ টি, বন ও পরিবেশে ২ টি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ২ টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রেখেছে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোতে। এরপর যথাক্রমে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বন ও পরিবেশ।

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্ড়বায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্ড়াবনার উৎস
আইঃ ট্যাঃ	কর্মসূচি / কার্যক্রমের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (পুরুষ / নারী, শিশু, প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্ড়বায়নের প্রস্ড়াবিত বছর					বাস্ড় বায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	তহবিলের উৎস	কর্মসূচি প্রস্ড়াবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	রাস্তা সলিংকরণ	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৫০ কিমি রাস্ড় ইট সলিংকরণের মাধ্যমে ১০ টি ইউনিয়নের জনগণের বিভিন্ন স্থানে (স্কুল, কলেজ, বাজার, ইউপি, ইউজেডপি, ভূমি অফিস) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।	৫০ কিমি	১৪টি ইউনিয়নের ৩ লক্ষ স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬০০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২	রাস্ড় সিসিকরণ	উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ২.৫ কিমি রাস্ড় সিসিকরণের মাধ্যমে ৬ টি ইউনয়নের স্থানীয় বাসিন্দার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।	২.৫ কিমি	৬ টি ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৭০.৪৫	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
৩	রাস্ড় মেরামত	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৭.৫ কিমি রাস্ড় মেরামতের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	৭.৫ কিমি	১০ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
৪	রাস্ড় পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্ড়ার ভাঙ্গনরোধে রাস্ড়ায় ২০ মিটার পাইলিংকরণ করা।	৫০০ মিটার	৭ টি ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৭ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২২	এডিপি	৭ টি ইউনিয়ন
৫	ঘাটলা/ ঘাট নির্মাণ	খেয়াঘাট পারাপারসহ বিভিন্ন স্থানে (খাল, পুকুর) ৩৫ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	৩৫ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি/ ইউজিডিপি	সকল ইউনিয়ন
৬	লোহার পুল নির্মাণ	বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামীণ সড়কের বিভিন্ন স্থানে (খালের উপর) ৩০টি লোহার পুল নির্মাণ করা হবে।	৩০ টি	১৪ টি ইউনিনের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
৭	ব্রিজ সংস্কার	স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্থানে ১৫ টি ব্রিজ সংস্কার করা হবে।	১৫ টি	১০ টি ইউনিয়নের ৪০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
৮	কালভার্ট নির্মাণ	বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামীণ রাস্ড়ায় কালভার্ট নির্মাণ করে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজকরণ	৫০ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ৭০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
৯	যাত্রী ছাওনী	যাত্রীদের সুবিধার জন্য	১০ টি	১০ টি	ভৌত	১০ টি						উপজেলা	২০	এডিপি	১০ টি

	নির্মাণ	বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাওনী নির্মাণ করা।		ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় জনগণ	অবকাঠামো	ইউনিয়ন						পরিষদ			ইউনিয়ন
১০	বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ২০ টি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০ টি	২০ টি বিদ্যালয়ের ৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি/ ইউজিডিপি	সকল ইউনিয়ন
১১	শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	শ্রেণিকক্ষ সংকট দূর করার লক্ষ্যে ১৫ টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে।	১৫ টি কক্ষ	১৫ টি বিদ্যালয়ের ৫০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১২	শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ	জরাজীর্ণ শ্রেণিকক্ষ সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যাবে।	২০ টি কক্ষ	২০ টি বিদ্যালয়ের ৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১৩	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে।	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়ের ৮০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১৪	ভবন নির্মাণ	রেহানা বেগম শিশু নিকেতন সর. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা।	১ টি ভবন	১ টি বিদ্যালয়ের ৫০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	১ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৮	ইউজিডিপি	১ টি ইউনিয়ন
১৫	ভবন সংস্কার	৩ টি স্কুলের ৩ টি ভবন সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে।	৩ টি ভবন	৩ টি বিদ্যালয়ের ১৫০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৩ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৭.৬১	ইউজিডিপি	৩ টি ইউনিয়ন
১৬	ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	০৫ টি স্কুলে ওয়াশ ব্লক নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে।	২ টি	২ টি বিদ্যালয়ের ১০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	২ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৪.১২	ইউজিডিপি	২ টি ইউনিয়ন
১৭	আসবাবপত্র সরবরাহ	সকল ইউনিয়নের ৬০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি) সরবরাহ করা হবে।	৬০ টি বিদ্যালয়	৬০ টি বিদ্যালয়ের ২৪ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১৮	ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	বরিশাল সদর উপজেলার ৫০ টি স্কুলে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা।	৫০ টি বিদ্যালয়	৫০ টি বিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৯	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	বরিশাল সদর উপজেলার ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন বিতরণ করা।	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়ের ৭ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২০	শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট দূরীকরণের জন্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	১০০ টি স্কুলে ২ জন করে	১০০ টি বিদ্যালয়ের ৪০০০০ শিক্ষার্থী।	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	–	–	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
২১	বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ হলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের	১০০ টি স্কুল	১০০ টি বিদ্যালয়ের ৪০০০০ শিক্ষার্থী।	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	–	–	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

		উপস্থিতির হার বাড়বে।													
২২	শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ টি স্কুল	১০০ টি বিদ্যালয়ের ২০০ শিক্ষক	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬	এডিপি/ ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	১০ টি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৩০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।	৩০০ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	জনস্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৮৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২৪	টয়লেট নির্মাণ	১৪ টি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৮০ টি স্বাস্থ্যসম্মত এবং টেকসই টয়লেট নির্মাণ করা হবে।	৮০ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ২৪ হাজার স্থানীয় জনগণ এবং ছাত্রছাত্রী	জনস্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২৫	ওয়াশব-ক নির্মাণ	১০ টি ইউনিয়নের স্থানীয় নাগরিকদের জন্য ১০ টি ওয়াশব-ক নির্মাণ করা	১০ টি	১০ টি ইউনিয়নের ৩০ হাজার স্থানীয় জনগণ	জনস্বাস্থ্য	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
২৬	কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত	বিভিন্ন ইউনিয়নে জনগণকে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত করা।	১৩ টি	১০ টি ইউনিয়নের ২৬ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৬	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
২৭	কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবরাহ	কমিউনিটি পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	৩০ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২৮	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	৭ টি	৭ টি ইউনিয়নের ২১ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	৭ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৭	এডিপি	৭ টি ইউনিয়ন
২৯	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	২ টি	২ টি ইউনিয়নের ৬ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	২ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২	এডিপি	২ টি ইউনিয়ন
৩০	বিভিন্ন হাসপাতালের	বরিশাল সদর উপজেলায় অবস্থিত	৫ টি	উপজেলার ২০ হাজার	স্বাস্থ্য	বরিশাল সদর						উপজেলা	১০	এডিপি	উপজেলা

	ভবন মেরামত	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালের ভবন মেরামত করা		স্থানীয় নাগরিক		উপজেলা						পরিষদ			পরিষদ
৩১	এ্যাম্বুলেন্স এবং এক্সরে মেশিন সরবরাহের জন্য সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	র ুগী পরিবহন ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৩ টি	উপজেলার ৫০ হাজার স্থানীয় নাগরিক	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স						উপজেলা পরিষদ	–	–	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
৩২	জনবল নিয়োগের জন্য সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের জন্য সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৪০ জন	উপজেলার ৮০ হাজার স্থানীয় নাগরিক	স্বাস্থ্য	সিসি, ইউএসসি এবং ইউএইচসি						উপজেলা পরিষদ	–	–	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
৩৩	কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ	১৩৫০০ কৃষক	১৩৫০০ কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৪	আধুনিক সেচনালা ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচনালা ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৪ টি প্রশিক্ষণ	১০০০ কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪	এডিপি	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
৩৫	সেচের জন্য হালট ও খাল পুনঃখনন এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচের জন্য হালট ও খাল পুনঃখনন এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৫টি	১০০০০ কৃষক	কৃষি	বরিশাল সদর উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	–	–	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
৩৬	বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	কৃষি জমি এবং ফসলকে রক্ষা করার জন্য এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেবেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৫ কিমি	১৫০০০ কৃষক	কৃষি	বরিশাল সদর উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	–	–	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
৩৭	ইউড্রেন নির্মাণ।	সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ইউড্রেন নির্মাণ।	২০ টি	২০০০ কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৩৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
৩৮	মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ করা হবে।	১০ টি	২০ হাজার মৎস্যজীবী	মৎস্য	বরিশাল সদর উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	৬	এডিপি	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৩৯	মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১০ টি	১০ হাজার মৎস্যজীবী	মৎস্য	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
৪০	চারা গাছ ও বীজ রোপন	জলবায়ু পরিবর্তনের বির ুপ প্রভাবের মোকাবেলার লক্ষ্যে চারা গাছ ও বীজ রোপন	১০ লক্ষ	উপজেলার ৩ লক্ষ ১৩ হাজার নাগরিক	বন ও পরিবেশ	বরিশাল সদর উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

৪১	জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন	নির্বিচারে গাছ কাটা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে এর প্রভাব নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন	৫ টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার ৩ লক্ষ ১৩ হাজার নাগরিক	বন ও পরিবেশ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪২	বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।	মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সেলাই, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, উপজেলা পরিষদ, এলজিইডি, পল-ী উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, বেকার সমস্যা দূরীকরণে যুবউন্নয়নে আইসিটিসহ বিষয়ে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	৩০ টি প্রশিক্ষণ	উপজেলার ৩৫ হাজার স্থানীয় জনগণ	মানবসম্পদ উন্নয়ন	উপজেলা পরিষদ						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি/ ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪৩	সেলাই মেশিন সরবরাহ	সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হবে ৪০ জন গরীব ও দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে।	৮০ টি	২০ হাজার হাজার স্থানীয় জনগণ	মানবসম্পদ উন্নয়ন	উপজেলা পরিষদ						উপজেলা পরিষদ	৮	এডিপি/ ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা হবে। বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার, এবং সেগুলোর ফলাফল পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধান করবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহায়তা প্রদান করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরণীও সংরক্ষণ করবেন। পরিবীক্ষণ হচ্ছে পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত/ কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে।

টিজিপি'র সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ করবে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন হবে। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলো সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে এবং ডিডিএলজি অফিসে প্রেরণ করা হবে। ডিডিএলজি ডিএলজি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে রিপোর্ট করবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে এবং প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সংশোধনও করা হতে পারে।

পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করতে পারবে।

- বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
- স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জর"রী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য; এবং
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা ।

উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছালে একই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এবং পরিকল্পনা প্রস্ড়ুতির একই রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে; প্রস্ড়াবিত সংশোধনগুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় তবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট তদানুযায়ী সংশোধন করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে, একটি চূড়ান্ড় পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে।

চূড়ান্ত পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো যেতে পারে যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলো পরিকল্পনা মাফিক অর্জন করা গিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। যদি না হয়, তাহলে কোন বিষয়গুলো দায়ী? এই পরিকল্পনার ফলে উপজেলা পরিষদ কি শিখেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলো কাজ করছে আর কোনগুলো করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্ড়বায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশে-ষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (Monitoring Report)

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	বার্ষিক অর্জন এবং বাস্ড়বায়নের শতকরা হার (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ/টাকা (%)

উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি

ক্রমিক নং	সদস্যবৃন্দের নাম	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	বরিশাল সদর	সভাপতি	
২	চেয়ারম্যান, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন	বরিশাল সদর	সদস্য	
৩	চেয়ারম্যান, জাগুয়া ইউনিয়ন	বরিশাল সদর	সদস্য	
৪	চেয়ারম্যান, রায়পাশা কড়াপুর ইউনিয়ন	বরিশাল সদর	সদস্য	
৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৬	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৭	উপজেলা প্রকৌশলী	বরিশাল সদর	সদস্য সচিব	

পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি

ক্রমিক নং	সদস্যবৃন্দের নাম	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	বরিশাল সদর	সভাপতি	
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৩	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৫	সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য	বরিশাল সদর	সদস্য	
৬	উপজেলা প্রকৌশলী	বরিশাল সদর	সদস্য সচিব	

প্রকল্প বাছাই কমিটির সদস্য তালিকা

ক্রমিক নং	সদস্যবৃন্দের নাম	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	বরিশাল সদর	আহ্বায়ক	
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	বরিশাল সদর	সদস্য	
৩	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	বরিশাল সদর	সদস্য	
৪	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	বরিশাল সদর	সদস্য	
৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৭	উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
৮	সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য	বরিশাল সদর	সদস্য	
৯	উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
১০	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	বরিশাল সদর	সদস্য	
১১	সকল ইউপি চেয়ারম্যান	বরিশাল সদর	সদস্য	
১২	উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যবৃন্দ	বরিশাল সদর	সদস্য	
১৩	উপজেলা প্রকৌশলী	বরিশাল সদর	সদস্য সচিব	